

বীরবাণী ।

স্বামী বিবেকানন্দ
বিবচিত ।

6912

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি
দ্বারা প্রকাশিত ।

সন ১৩১১



PRINTED BY G. C. NEOGI,
NABABIBHAKAR PRESS
CALCUTTA.

ভূমিকা ।

সাধারণের নিকট প্রকাশ যে স্বামী বিবেকানন্দ একজন বিদ্বান, বহুদর্শী, অদ্বিতীয় বক্তা, দেশহিতৈষী, স্বার্থত্যাগী, সমাধিযুক্ত সন্ন্যাসী । কিন্তু তিনি যে একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয়কেন্দ্রস্থিত স্বদেশানুরাগই যে তাঁহার কবিত্বের উদ্বোধনী শক্তি সে পরিচয় বীরবাণীর কবিতা গুলিতে পাওয়া যায় । বীরবাণীর দ্বিতীয় মুদ্রাক্ষণের প্রয়োজন দেখিয়া বুঝা যায় যে স্বামীজির সেই ভাবটী ধীরে ধীরে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে ।

কলিকাতা
সন ১ ৩১২

বিবেকানন্দ সোসাইটি

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রানি ।

(১)

ওঁ-হ্রীং ঋতং হুমচলো গুণজিৎ গুণেভ্যঃ ।

ন-কুন্দিবং সক্রুণং তব পাদপদ্মম্ ।

মো-হকৃষং বহুকৃতং লভসে যতোহহং ।

তস্মাস্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ১ ॥

ভ-ক্তিং ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি ।

গ-চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় ত্বং ।

ব-ক্ত্রাক্ত্ তোহপি হৃদয়ে ন মে ভাতি কিঞ্চিৎ ।

তস্মাস্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ২ ॥

তে-জস্তু রস্তি ত্বরিতং ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ ।

ব্লা-গং কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে ।

ম-র্ভ্যামৃতং তব পদং মরণোর্ষির্নাশং ।

তস্মাস্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ৩ ॥

কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকাস্ত্কারি ।

ষ্ণা-স্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ ।

য-স্মাদহং অশরণো জগদেকগম্য ।

তস্মাস্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো । ৪ ॥



(২)

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ঃ যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
 লোকাভীতোহপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্ ।
 ত্রৈলোকেহপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
 ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবৃপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ ॥
 স্তকীকৃত্বা প্রলয়কলিতম্বাহবোথং মহাস্তম্
 হিত্বা দুরং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিশ্রমিশ্রাম্ ।
 গীতং শাস্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
 সোহয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষঃ রামকৃষ্ণস্বিদানীম্ ॥

(৩)

নরদেব দেব

জয় জয় নরদেব

শক্তিসমুদ্রসমুদ্ভূতভঙ্গং
 দর্শিতপ্রেমবিজুস্তিতরঙ্গং
 সংশয়রক্ষোবিনাশমহাস্ত্রং
 যামি গুরুং শরণং ভববৈঘ্নং

নরদেব দেব

জয় জয় নরদেব ॥

অদ্বয়বন্ধসমাহিতচিত্তং
 প্রোজ্জলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং
 কন্ম্বকলেবরমদ্ভূতচেষ্টং
 যামি গুরুং শরণং ভববৈঘ্নং

নরদেব দেব

জয় জয় নরদেব ॥

শিবস্তোত্রম্ ।

ওঁ নমঃ শিবায় ।

নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গপ্ররোহাঃ
অকলিতমহিমানঃ কল্পিতা যত্র তস্মিন্ ।
সুবিমলগগনাভে ঈশসংস্থেহপ্যনীশে
নম ভবতু ভবেহস্মিন্ ভাসুরো ভাববন্ধঃ ॥
নিহতনিখিলমোহেহধীশতা যত্র ক্রুড়া
প্রকটিতপরমপ্রেমা মহাদেবসংজ্ঞঃ ।
অশিখিলপরিরম্ভঃ প্রেমরূপস্য যস্য
হৃদি প্রণয়তি বিশ্বং ব্যাজমাত্রং বিভূত্বম্ ॥

বহতি বিপুলবাতঃ পূৰ্বসংস্কাররূপঃ
প্রমথতি বলবৃন্দং ঘূর্ণিতেবোশ্মিম্বালা ।
প্রচলতি খলু যুগ্মং যুগ্মদস্মৎপ্রতীতম্
অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্তং শিবস্থম্ ॥

জনকজনিতভাবো বৃত্তয়ঃ সংস্কৃতাশ্চ
অগণনবহুরূপো যত্র একো যথার্থঃ ।
শমিতবিকৃতিবাতো যত্র নাস্তর্বহিষ্চ
তমহহ হরমীড়ে চিত্তবৃত্তেনিরোধম্ ॥

গলিততিমিরমালঃ শুভ্রতেজঃপ্রকাশঃ
ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ ।
যমিজনহৃদিগম্যঃ নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ
প্রণতমবতু মাং সঃ মানসো রাজহংসঃ ॥

হ্রিতদলনদক্ষং দক্ষজাদভদোষং
 কলিতকলকলঙ্কং কম্রকহ্লারকাস্তম্ ।
 পরহিতকরণায় প্রাণবিচ্ছেদসূৎকং
 নতনয়ননিষুক্তং নীলকণ্ঠং নমামঃ ॥

অশ্বা-স্তোত্রম্ ।

কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখহঃখহস্তে
 আঘূর্ণিতং ভবজলং প্রবলোন্মিভঙ্গৈঃ ।
 শাস্তিঃ বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাম্
 মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে ॥

সম্পাদন্নবিরতং অবিরামবৃত্তা
 যা বৈ স্থিতা কৃতফলং অকৃতশ্চ নেত্রী ।
 সা মে ভবত্বমুদিনং বরদা ভবানী
 জানাম্যহং ঞ্জবমিদং ধৃতকর্ষপাশা ॥

কো বা ধর্মঃ কিমকৃতং ক কাপাললেখঃ
 কিম্বাদৃষ্টং ফলমিহাস্তি হি যদ্বিনা ভোঃ ।
 ইচ্ছাপাশৈর্নিয়মিতা নিয়মাঃ স্বতন্ত্রৈঃ
 যশ্চা নেত্রী ভবতু সা শরণং মমাগ্না ॥

সস্তানয়ন্তি জলধিঃ জনিমৃত্যুজালং
 সম্ভাবয়ন্ত্যবিকৃতং বিকৃতং বিভগ্নম্ ।
 যশ্চা বিভূতয় ইহামিতশক্তিপালাঃ
 নাশ্রিত্য তাং বদ কুতঃ শরণং ব্রজামঃ ॥

মিত্রে শত্রৌ অবিষমং তব পদনেত্রম্
 স্বস্থে হুঃস্থে অবিতথং তব হস্তপাতঃ ।
 মৃত্যুচ্ছায়ী তব দয়া অমৃতঞ্চ মাতঃ
 মা মাং মুঞ্চস্তু পরমে শুভদৃষ্টয়ন্তে ॥

কাম্বা সর্কী ক গৃণনং মম হীনবুদ্ধেঃ
 ধর্ষুং দোর্ভ্যামিব মতির্জগদেকধাত্রীম্ ।
 শ্রীসঙ্কিস্ত্যং সূচরণং অভয়প্রতিষ্ঠম্
 সেবাসারৈরভিহুতং শরণং প্রপদ্যে ॥

বা মামাজন্য বিনয়ত্যতিহুঃখমার্গৈঃ
 আসংসিক্কেঃ স্বকলিতৈর্ললিতৈর্বিলাসৈঃ
 যা মে বুদ্ধিং, সুবিদধে সততং ধরণ্যাং
 সাঙ্গা সর্কী মম গতিঃ সফলেহফলে বা ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক ।

মিশ্র—চৌতাল ।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায় । (১)
 নিরঞ্জন, নররূপধর নিগুণ গুণময় ॥
 মোচন অঘদূষণ জগভূষণ চিদঘনকার ।
 জ্ঞানাজ্ঞান-বিমল-নয়ন, বীক্ষণে মোহ যায় ॥

(১) পূর্বে গানটি নিম্নলিখিত ভাবে রচিত হইয়াছিল ; কিন্তু সুরের বিস্তারিত
 জন্ত সাধারণ গায়কের পক্ষে গীতটি কঠিন হইয়া উঠে । সেই জন্য স্বামীজি পরে
 উহার পরিবর্তন করেন ।

ভাস্বর ভাব-সাগর চির উন্মদ প্রেম পাথার ।
 ভক্তার্জন যুগল চরণ তারণ ভব-পার ॥
 জুড়িত যুগ ঈশ্বর জগদীশ্বর যোগ সহায় ।
 নিরোধন সমাহিত মন নিরখি তব কৃপায় ॥
 ভঞ্জন হুঃখ গঞ্জন করুণাঘন কৰ্ম্ম কঠোর ।
 প্রাণার্পণ জগত তারণ কুন্তন কলিডোর ॥
 বঞ্চন কামকাঞ্চন অতিনিন্দিত ইন্দ্রিয় রাগ ।
 ত্যাগীশ্বর হে নরবর দেহ পদে অনুরাগ ॥
 নির্ভয় গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়মানসবান্ ।
 নিষ্কারণ ভকত শরণ ত্যজি জাতি কুলমান ॥
 সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গোপ্পদ-বারি যথায় ।
 প্রেমার্পণ সমদরশন জগজন হুঃখ যায় ॥

শিব সঙ্গীত ।

কর্ণাটি—একতাল ।

তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা,
 বোম্ বব বাজে গাল ।
 ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে ছলিছে কপাল মাল ।
 গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
 ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জলে শশাঙ্কভাল ।

২য় লাইন—নমো নমো প্রভু বাক্য মনাতীত
 মনবচনৈকাধার,
 জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
 তুমি তমভঞ্জনহার ।

ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
 গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার ।

আপাততঃ এই পর্য্যন্ত পাওয়া গেল ।

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত ।

মুলতান—টিমা তৃতালী ।

মুখে বারি বনয়ারী সৈঁইয়া

যানেকো দে ।

যানেকো দেরে সৈঁইয়া

যানেকো দে (আজু ভাল)

মেরা বনয়ারী, বাঁদি তুহারি

ছোড়ে চতুরারি সৈঁইয়া

যানেকো দে (আজু ভাল)

(মোরে সৈঁইয়া)

যমুনাকি নীরে, ভরেঁ। গাগরিয়া

জোরে কহত সৈঁইয়া

যানেকো দে ।

খাম্বাজ—চৌতাল ।

এক, রূপ-অরূপ-নাম-বরণ-অতীত-আগামী-কাল-হীন

দেশহীন সর্বহীন নেতি নেতি বিরাম যথায় ॥ (১)

সেথা হতে বহে কারণ ধারা,

ধরিয়ে বাসনা বেশ উজালা,

(১) তিনি এক, তিনি সাকার নিরাকারের পার, নামবর্ণহীন, কালত্রয়ের অতীত, তিনি দেশের অতীত, তিনি সর্বভাবে অতীত, 'নেতি' 'নেতি' করিয়া যাইতে যাইতে যেখানে অবাক হইয়া বিরামলাভ করিতে হয়, তিনি তাহাই ।

বীরবাণী ।

গরজি গরজি উঠে তার বারি,
অহমহমিতি সৰ্বক্ষণ ॥
সে অপার ইচ্ছা সাগর মাঝে,
অমৃত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ কতই শক্তি,
কত গতি স্থিতি কে করে গণন ॥
কোটি চন্দ্র কোটি তপন
লভিয়ে সেই সাগরে জনম
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন
করি দশদিক জ্যোতিঃ মগন ॥
তাহে ওঠে কত জড় জীব প্রাণী
জরা ব্যাধি দুঃখ জনম মরণ,
সেই সূর্য্য তারি কিরণ, যেই সূর্য্য সেই কিরণ ॥

প্রলয় বা গভীর সমাধি ।

বাগেশ্রী—আড়া ।

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর ।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥
অক্ষুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং শ্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্যে মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার ॥

সখার প্রতি ।

আঁধারে আলোক, অমুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান ;
 প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, (১) হেথা সুখ ইচ্ছ' মতিমান ?
 বন্দযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান ;
 'স্বার্থ,' 'স্বার্থ' সদা এই রব, হেথা কোথা শাস্তির আকার ?
 সাক্ষাৎ—নরক-স্বর্গময়, (২)—কেবা পারে ছাড়িতে সংসার ?
 কন্দ-পাশ গলে বাঁধা যার—ক্রীতদাস বল কোথা যার ?
 যোগ-ভোগ, গৃহস্থ সন্ন্যাস, জপতপ ধন উপার্জন,
 ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মন্দ দেখেছি এবার ;
 জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীর ধারণ বিড়ম্বন ;
 যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয় ।
 হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক ! এ জগতে নাহি তব স্থান ;
 লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মন্মথ-মুরতি তাকি সয় ?
 হও জড়প্রায় অতিনীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—
 সত্যহীন স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান ।
 বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্কেক করেছি আয়ুক্রম—
 প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ার ;
 ধর্মতরে করি কতমত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয় ;
 নদীতীর পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যার ।

(১) যেখানে ক্রন্দনটাই শিশুর জীবনের অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ, সেখানে বুদ্ধিমান কখনও সুখ প্রত্যাশা করেন না । এই সংসার মায়ায় রাজ্য কি না, তাই সমস্ত বিপরীত দেখি—যথা দুঃখে সুখ অমুভব ইত্যাদি । এখানে মন্দ বস্তুকে ভাল বলিয়া বোধ হয় ।

(২) নরক, কদর্য স্থান, দুঃখের আলয় হইলেও, তাহা স্বর্গ, সুন্দর স্থান, আনন্দভূমি বলিয়া বোধ হয় । সেই একই ভাব,—'দুঃখে সুখ' ইত্যাদি ।

অসহায় ছিন্নবাস ধরে, দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
 ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিমু উপার্জন ?
 শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
 তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, একতরি করে পারাপার—
 —মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান,
 ত্যাগ-ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম,'—এই মাত্র ধন ।
 জীব, ব্রহ্ম, মানব, ঈশ্বর, ভূত প্রেত আদি দেবগণ,
 পশু-পক্ষী, কীট, অণুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে সবার ।
 'দেব,' 'দেব' বল আর কেবা ? কেবা বল সবারে চালায় ?
 পুত্র-তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হয়ে ! প্রেমের প্রেরণ !!
 হয়ে বাক্য মন অগোচর, সুখ দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
 মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন ।
 রোগ, শোক, দারিদ্র-যাতনা, ধর্ম্যাধর্ম্য, শুভাশুভ ফল,
 সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বল কেবা কিবা করে ?
 ভ্রাস্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন—
 মৃত্যু মাঞ্জে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন ।
 যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
 এই সেই সংসার জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন ।
 পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার—
 বারম্বার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম ?
 ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল ;
 দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নি শিখা করি আলিঙ্গন ।
 রূপমুগ্ধ অন্ধ কীর্টাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয় ;
 হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন ।
 ভিক্ষুকের কবে বল সুখ ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?

দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল ।
 অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
 “দাও, দাও”, যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান
 ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
 মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ স্ফূটন পায় ।
 বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
 জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।

“নাচুক তাহাতে শ্যামা” ।

ফুল ফুল, সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশে পাশে
 শুভ্র শশী যেন হাসি রাশি, যত স্বর্গবাসী বিতরিছে ধরাবাসে ॥
 মৃহমন্দ মলয় পবন, যার পরশন, স্মৃতিপট দেয় খুলে ।
 নদী, নদ, সরসী হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কত বা কমল দোলে ॥
 ফেনময়ী, ঝরে নির্ঝরিণী, তানতরঙ্গিনী, গুহা দেয় প্রতিধ্বনি ।
 স্বরময় পতত্রিনিচয়, লুকায়ে পাতায়, শুনায় সোহাগবাণী ॥
 চিত্রকর, তরুণ ভাস্কর, স্বর্ণ তুলিকর, ছোঁয় মাত্র ধরাপটে ।
 বর্ণখেলা ধরাতল ছায়, রাগ পরিচয়, ভাব রাশি জেগে ওঠে ॥

মেঘমস্ত্র কুলিশ নিস্বন, মহারণ, ভুলোক ছালোক ব্যাপী ।
 অন্ধকার উগরে আঁধার, ছল্কার খসিছে প্রলয় বায়ু ॥
 ঝলকি ঝলকি তাহে তায়, রক্তকার করাল বিজলি জ্বালা ।
 ফেনময়, গর্জি মহাকায়, উন্মি ধায়, লজ্জিতে পর্বত চূড়া ॥
 ঘোষে ভীম গন্তীর ভূতল, টলমল রসাতল যায় ধরা ।
 পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে ॥

শোভাময় মন্দির আলয়, হৃদে নীলপয়, তাহে কুবলয় শ্রেণী ।
 দ্রাক্ষাফল-হৃদয়-রুধির, (১) ফেনশুভ্রশির, বলে মৃহু মৃহু বাণী ॥
 শ্রুতিপথে বীণার ঝঙ্কার, বাসনা বিস্তার, রাগ তাল মান লয়ে ।
 কতমত ব্রজের উচ্ছ্বাস গোপী তপ্তশ্বাস, অশ্রুরাশি পড়ে বয়ে ॥
 বিশ্বফল যুবতী অধর, ভাবের সাগর নীলোৎপল ছুটি আঁখি ।
 ছুটি কর, বাঁহা অগ্রসর প্রেমের পিঞ্জর তাহে বাঁধা প্রাণ পাথ ॥

ডাকে ভেরী, বাজে ঝরঝর দামামা নক্কড়, বীর দাপে কাঁপে ধরা ।
 ঘোষে তোপ বব-বব-বম, বব-বব-বম, বন্দুকের কড়কড়া ॥
 ধূমে ধূম ভীম রণস্থল, গরজি অনল বমে শত জ্বালামুখী ।
 ফাটে গোলা লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায়, আসোয়ার ঘোড়া
 হাতি ॥

পৃথ্বীতল কাঁপে থর থর, লক্ষ অশ্ববর পৃষ্ঠে বীর ঝাঁকে রণে ।
 ভেদি ধূম গোলা বরিষণ, গুলি স্বন্ স্বন্, শত্রুতোপ আনে ছিনে ॥
 আগে যায় বীর্য্য পরিচয়, পতাকা নিচয় দণ্ডে ঝরে রক্ত ধারা ।
 সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক দল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা ॥
 ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অস্ত্র বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে ।
 তলে তার চের হয়ে যায় মৃত বীরকায়, তবু পিছে নাহি টলে ॥

দেহ চায় স্নেহের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম সঙ্গীত স্নেহের ধার ।
 মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে হুঃখের পার ॥
 ছাড়ি হিম শশাঙ্কচ্ছটার, কেবা বল চায়, মধ্যাহ্ন তপন জ্বালা ।
 প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, স্নিগ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভালো ॥

(১) মদ । দ্রাক্ষাফলের রস (হৃদয়-রুধির) হইতে মদ প্রস্তুত হয় ; উহা গ্রাসে চালিলেই উপরটা সাদা কেনাযুক্ত হয় ও মৃহু মৃহু শব্দ করে ।

সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর হুঃখে যার ভালবাসা ।
 সুখে হুঃখ অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা ॥
 রুদ্রমুখে সবাই ডরাযু, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী ।
 উষ্ণ ধার, ক্রুদ্ধির উদগার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী ॥
 সত্য ভূমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া ।
 করালিনি কর মর্শ্চছেদ, হোক মায়াজেদে, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া ॥
 মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায় নাম দেয় দয়াময়ী ।
 প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস নগ্ন দিক্বাস, বলে মা দানবজয়ী ॥
 মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময়, কোথা যাব কেবা জানে ।
 মৃত্যু ভূমি, রোগ, মহামারী বিষকুন্ত ভরি বিতরিছ জনে জনে ॥
 রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখে ভয়ঙ্করা ।
 হুঃখ চাও, সুখ হবে বলে, ভক্তি পূজাছলে স্বার্থ-সিদ্ধি মনে ভরা ।
 ছাগকণ্ঠ ক্রুদ্ধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাঁপে ।
 কাপুরুষ ! দয়ার আধার ! ধন্য ব্যবহার ! মর্শ্ব কথা বলি কাকে ?
 ভাঙ্গ বীণা প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়ী ।
 আশুরান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ যাক্ করা ॥
 জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
 হুঃখভার, এ ভবঈশ্বর, মন্দির তাঁহার, প্রেতভূমি চিতা মাঝে ॥
 পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা ॥
 চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্রামা ॥

‘গাই গীত শুনাতে তোমায় ।’

গাই গীত শুনাতে তোমায়,
 ভাল মন্দ নাহি গনি,
 নাহি গনি লোকনিন্দা যশ কথা ।
 দাস তোমা দোহাকার,
 সশক্তিক নমি তব পদে ।
 আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে,
 তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ ।
 ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই,
 জন্মমৃত্যু মোর পদতলে ।
 দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে ;
 তব গতি নাহি জানি ।
 মম গতি—তাহাও না জানি ।
 কেবা চায় জানিবারে ?
 ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত,
 জপতপ সাধন ভজন,
 আজ্ঞা তব দিয়াছি তাড়ারে ;
 আছে মাত্র জানাজানি আশ,
 তাও প্রভু কর পার ।
 চক্ষু দেখে অখিল জগৎ,
 না চাহে দেখিতে আপনায়,
 কেন বা দেখিবে ?
 দেখে নিজরূপ দেখিলে পরের মুখ ।
 তুমি আঁখি মম, তব রূপ সর্বঘটে ।

ছেলে খেলা করি তব সনে,
 কভু ক্রোধ করি তোমা পরে,
 যেতে চাই দূরে পলাইয়ে ;
 শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
 নির্ঝাক্ আনন, ছল ছল আঁখি,
 চাহ মম মুখপানে ।
 অমনি যে ফিরি, তব পায় ধরি,
 কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি ।
 তুমি নাহি কর রোষ ।
 পুত্র তব, অগ্র কে সহিবে প্রগল্ভতা ?
 প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর ।
 কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি ।
 বাণী তুমি, বীণাপানি কণ্ঠে মোর,
 তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী ।
 সিন্ধুরোলে তব হুহুকার,
 চন্দ্র সূর্য্যে তোমার বচন,
 মৃদুমন্দ পবন—আলাপ,
 এ সকল সত্য কথা ।
 কিন্তু মানি অতি স্থূল ভাব,
 তত্ত্বজ্ঞের এ নহে বারতা ।

সূর্য্যচন্দ্র চল গ্রহ তারা,
 কোটি কোটি মণ্ডলীনিবাস
 ধূমকেতু বিজলি আভাস,
 স্ফুটিত অনন্ত আকাশ মন দেখে ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি,
 ভঙ্গ যথা তরঙ্গ লীলার
 বিদ্যা অবিদ্যার ঘর,
 জন্ম জরা জীবন মরণ,
 সুখ দুখ হৃদয় ভরা
 কেন্দ্র যার অহমহমিতি,
 ভূজঙ্গ—বাহির অন্তর,
 আসমুদ্র আশ্রয়চন্দ্রমা,
 আতারক অনন্ত আকাশ,
 মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার,
 দেব যক্ষ মানব দানব,
 পশুপক্ষী কুমি কীটগণ,
 অণুক দ্ব্যণুক জড়জীব,
 সেই সমক্ষেত্রে অবস্থিত ।
 স্থূল অতি এ বাহ্য বিকাশ,
 কেশ যথা শিরঃপরে ।

মেরুতটে হিমালী পর্বত,
 যোজন.যোজন সে বিস্তার ;
 অত্রভেদী নিরত্র আকাশে
 শত উঠে চূড়া তার ।
 ঝকমকি জলে হিমশিলা
 শত শত বিজলি প্রকাশ ।
 উত্তর অয়নে বিবস্বান্
 একীভূত সহস্র কিরণ

কোটি বজ্র সম করধারা
 ঢালে যবে তাহার উপর,
 শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূর্ছিত ভাস্কর,
 গলে চূড়া শিখর গহ্বর
 বিকট নিনাদে খসে পড়ে গিরিবর
 স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে ।
 সর্ব বৃত্তি মনের যখন
 একীভূত তোমার কৃপায়,
 কোটিসূর্য্য অতীত প্রকাশ,
 চিৎসূর্য্য হয় হে বিকাশ,
 গলে যায় রবি শশী তারা,
 আকাশ পাতাল তলাতল,
 এ ব্রহ্মাণ্ড গোম্পদ সমান ।
 বাহুভূমি অতীত গমন,
 শাস্ত্র ধাতু, মন আফালন নাহি করে,
 শ্লথ হৃদয়ের তন্ত্রী যত,
 খুলে যায় সকল বন্ধন,
 গায়ামোহ হয় দূর,
 বাজে তথা অনাহত ধ্বনি তব বাণী ;
 শুনি সসম্মে, দাস তব প্রস্তুত। সতত
 সাধিতে তোমার কায ।

“আমি বর্তমান ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে
 প্রলয়ের কালে

বীরবাণী ।

জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
সে মহা নির্মাণ, নাহি কেশ্ব করণ কারণ,
মহা অক্ষকার ফেরে অক্ষকার বৃকে,
আমি বর্তমান ।

“আমি বর্তমান ।

প্রলয়ের কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাদি ববে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
মহা অক্ষকার ফেরে অক্ষকায় বৃকে,
ত্রিশূণ্ণ জগৎ শান্ত সর্বগুণভেদ,
একাকার স্মারূপ শুদ্ধ পরমাণুকায়,
আমি বর্তমান ।

“আমি হই বিকাশ আবার ।

মম শক্তি প্রথম বিকার
আদি বাণী প্রণব ওঙ্কার
বাজে মহাশূণ্ণ পথে,
অনন্ত আকাশ শোনে মহানাদ ধ্বনি,
তাজে নিদ্রা কারণ মণ্ডলী,
পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু ;
লক্ষ্মণ আবর্ত উচ্চাস

চলে কেন্দ্র প্রতি দূর অতি দূর হতে ;
 চেতন পবন তোলে উর্ধ্বমালা,
 মহাভূত সিদ্ধ পরে ;
 পরমাণু আবর্ত বিকাশ
 আফালন পতন উচ্ছ্বাস
 মহাবেগে ধায় সে তরঙ্গরাজি ।
 অনন্ত অনন্ত ধণ্ড তার
 উৎসারিত প্রতিঘাত বলে,
 ছোট্টে শূন্যপথে ধগোলমণ্ডলীরূপে ।
 ধায় গ্রহ তারা ,
 ফেরে পৃথ্বী মনুষ্য আবাস ।

“আমি আদি কবি,
 মম শক্তি বিকাশরচনা,
 জড়জীব আদি যত ।
 মম আঞ্জা বলে
 বহে ঝঞ্জা পৃথিবী উপর,
 গর্জে মেঘ অশনি নিনাদ ;
 মৃদুমন্দ মলয় পবন
 আসে যায় নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপে ;
 চালে শনী হিম করধারা,
 তরুলতা করে আচ্ছাদন ধরা বপু ;
 তোলে মুখ শিশিরবর্জিত
 ফুলফুল রবি পানে ।”

To

H. H. THE MAHARAJAH OF KHETRI

If the sun by the cloud is hidden, a bit,
If the welkin shows but gloom,
Still hold on yet a while, brave heart,
The victory is sure to come.

No winter was but summer came behind,
Each hollow crests the wave,
They push each other in light and shade ;
Be steady then and brave.

The duties of life are sore indeed,
And its pleasures fleeting vain,
The goal so shadowy seems and dim ;
Yet plod on through the dark, brave heart,
With all thy might and main.

Not a work will be lost, no struggle vain,
Though hopes be blighted powers gone
Of thy loins shall come the heirs to all,
Then hold on yet a while brave soul,
No good is e'er undone.

Though the good and the wise in life are few,
Yet theirs are the reins to lead,
The masses know but late the worth,
Heed none and gently guide.

वीरवर्गी ।

With thee are those who see afar,
With thee is the Lord of might,
All blessings pour on thee, great soul,
To thee may all come right.

Ever yours in the Lord
Vivekananda

REQUIESCAT IN PACE. *

Speed forth, O soul, upon thy star-strewn path,
Speed, blissful one ! where thought is ever free.
Where time and sense no longer mist the view,
Eternal peace and blessings be on thee !

Thy service true, complete thy sacrifice,
Thy home, the heart of Love Transcendent find,
Remembrance sweet, that kills all space and time,
Like attar-roses, fill thy place behind !

Thy bonds are broke, thy quest in this is found,
And one with That which comes as Death and Life,
Thou helpful one ! unselfish e'er on Earth,
Ahead, still help with love this world of strife !

Song of the Sannyasin.

Wake up the note ! the song that had its birth
Far off, where worldly taint could never reach ;

* May he rest in peace.

On The Death Of J. J. Goodwin, an English disciple of Swamiji's.

In mountain caves, and glades of forest deep,
Whose calm no sigh for lust or wealth or fame
Could ever dare to break; where rolled the stream
Of knowledge, truth and bliss that follows both.
Sing high that note, Sannyasin bold; say,
“Om tat sat Om”!

Strike off thy fetters! Bonds that bind thee down,
Of shining gold, or darker, baser ore;
Love, hate—good, bad—and all the dual throng.
Know, slave is slave, caressed or whipped, not free,
For fetters though of gold, are not less strong to bind;
Then, off with them, Sannyasin bold! say,
“Om tat sat Om!”

Let darkness go! the wil-o'-the-wisp that leads
With blinking light to pile more gloom on gloom,
This thirst for life, for ever quench; it drags
From birth to death, and death to birth the soul.
He conquers all who conquers self. Know this
And never yield, Sannyasin bold! say,
“Om tat sat, Om”!

“Who sows must reap”, they say, and “Cause must bring
The sure effect. Good, good; bad, bad; and none
Escape the law. But whoso wears a form
Must wear the chain.” Too true; but far beyond
Both name and form is Atman ever free,
Know thou art That, Sannyasin bold! say,
“Om tat sat Om”!

They know no truth who dream such vacant dreams
As father, mother, children, wife and friend.

The sexless Self ! whose father He ? whose child ?

Whose friend, whose foe is He who is but one ?

The Self is all in all, none else exists ;

And thou art That, Sannyasin bold ! say,

“Om tat sat Om”!

There is but One—The Free—The Knower—Self !

Without a name, without a form, or stain.

In Him is Maya, dreaming all the dream.

The witness, He appears as nature, soul ;

Know thou art That, Sannyasin bold ! say

“Om tat sat Om” !

Where seekest thou ? That freedom, friend, this world

Nor that can give. In books and temples

Vain thy search. Thine only is the hand that holds

The rope that drags thee on ; then cease lament ;

Let go thy hold, Sannyasin bold ! say

“Om tat sat Om”!

Say peace to all. From me no danger be

To aught that lives. In these that dwell on high,

In those that lowly creep, I am the Self of all.

All life, both here and there, do I renounce,

All heavens, earths and hells, all hopes and fears.

Thus cut thy bonds, Sannyasin bold ! say,

“Om tat sat Om”!

Heed then no more how body lives or goes,

Its task is done, Let Karma float it down ;

Let one put garlands on, another kick
This frame : say naught. No praise or blame can be
Where praiser, praised, and blamer, blamed are one,
Thus be thou calm, Sannyasin bold ! say,
“Om tat sat Om”!

Truth never comes where lust and fame and greed
Of gain reside. No man who thinks of woman
As his wife can ever perfect be ;
Nor he who owns however little, nor he
Whom anger chains, can ever pass through Maya's gates,
So give these up, Sannyasin bold ! say,
“Om tat sat Om ”!

Have thou no home. What home can hold thee, friend ?
The sky thy roof ; the grass thy bed ; and food,
What chance may bring, well cooked or ill, judge not.
No food or drink can taint that noble self
Which knows itself. The rolling river be
Thou ever, Sannyasin bold ! say,
“Om tat sat, Om !”

Few only know the truth, the rest will hate
And laugh at thee, great one ; but pay no heed.
Go thou, the free, from place to place, and help
Them out of darkness, Maya's veil, without
The fear of pain or search for pleasure, go
Beyond them both ; Sannyasin bold ! say,
‘ Om tat sat Om ’!

Thus, day by day, till Karma's powers spent
Release the soul for ever. No more is birth,

Nor I or thou, nor God or man. The I
 Became the All, the All is I and bliss,
 Know thou art that, Sannyasin bold ! say,
 "Om tat sat Om " ! •

To The Awakened India.

Once more awake !

For sleep it was, not death, to bring thee life
 Anew, and rest to lotus-eyes, for visions
 Daring yet, The world in need awaits, O Truth !
 No death for thee ;

Resume thy march,

With gentle feet that would not break the
 Peaceful rest, even of the road-side dust
 That lies so low. Yet strong and steady,
 Blissful bold and free. Awakener, ever,
 Forward ! Speak thy stirring words.

Thy home is gone,

Where loving hearts had brought thee up, and
 Watched with joy thy growth. But Fate is strong
 This the law—all things come back to the source
 Their strength to renew.

Then start afresh,

Fom the land of thy birth, where vast cloud-belted,
 Snows do bless and put their strength in thee,
 For working wonders anew. The heavenly
 River tunes thy voice to her own immortal song ;
 Deodar shades give thee eternal peace.

And all above,
 Himala's daughter Uma, gentle, pure,
 The Mother that resides in all as power,
 And Life, Who works all works, and
 Makes of One the world, Whose mercy,
 Opens the gate to truth and shows
 The One in All, give thee untiring
 Strength, which leads to Infinite Love.

They bless thee all,
 The seers great whom age nor clime
 Can claim their own, the fathers of the
 Race, who felt the heart of Truth the same,
 And bravely taught to man ill-voiced or
 Well. Their servant, thou hast got
 The Secret,—'tis but One.

Then speak, O Love !—
 Before thy gentle voice serene behold how
 Visions melt, and fold after fold of dreams
 Departs to void, till Truth and Truth alone,
 In all its glory shines.

And tell the world—
 Awake, arise, dream no more !
 This is the land of dreams, where Karma
 Weaves unthreaded garlands with our thoughts,
 Of flowers sweet or noxious,—and none
 Has root or stem, being born in naught, which
 The softest breath of Truth drives back to

Primal nothingness. Be bold and face
 The Truth ! Be one with it ! Let visions cease,
 Or, if you cannot, dream then truer dreams,
 Which are Eternal Love and Service Free.

Angels Unawares.

I

One bending low with load—of life
 That meant no joy, but suffering harsh and hard,—
 And wending on his way through dark and dismal paths,
 Without a flash of light from brain or heart
 To give a moment's cheer,—till the line
 That marks out pain from pleasure, death from life,
 And good from what is evil, was well-nigh wiped from
 sight—,
 Saw, one blessed night, a faint but beautiful ray of light
 Descend to him. He knew not what or wherefrom,
 But called it God and worshipped.

Hope, an utter stranger came to him, and spread
 Through all his parts, and life to him meant more
 Than he could ever dream, and covered all he knew,
 Nay, peeped beyond this world. The sages
 Winked, and smiled, and called it "superstition".
 But he did feel its power and peace
 And gently answered back
 "O blessed Superstition !"

II

One drunk with wine of wealth and power
 And health to enjoy them both, whirled on

His maddening course,—till the earth (he thought
 Was made for him, his pleasure-garden, and man,
 The crawling worm, was made to find him sport),
 Till the thousand lights of joy,—with pleasure fed,
 That flickered day and night before his eyes,
 With constant change of colours,—began to blur
 His sight, and cloy his senses ; till selfishness,
 Like a horny growth, had spread all o'er his heart ;
 And pleasure meant to him no more than pain,—
 Bereft of feeling ; and life in sense,
 So joyful, precious once, a rotting corps between his arms,
 (Which he forsooth would shun, but more he tried, the more
 It clung to him ; and wished, with frenzied brain,
 A thousand forms of death, but quailed before the charm).
 Then sorrow came,—and Wealth and Power went—
 And made him kinship find with the human race
 In groans and tears, and though his friends w'd laugh
 His lips would speak in grateful accents,

“O Blessed Misery !”

III

One born with healthy frame,— but not of will
 That can resist emotions deep and strong,
 Nor impulse throw, surcharged with potent strength,—
 And just the sort that pass as good and kind,
 Beheld that *he* was safe, whilst others long
 And vain did struggle 'gainst the surging waves.

Till, morbid grown, his mind could see,—like flies
 That seek the putrid part,—but what was bad.
 Then Fortune smiled on him, and his foot slipped,
 That ope'd his eyes for e'er and made him find

*That stones and trees ne'er break the law,
But stones and trees remain ; that man alone
Is blest with power to fight and conquer Fate,
Transcending bounds and laws.
From him his passive nature fell, and life appeared
As broad and new, and broader newer grew,
Till light ahead began to break, and glimpse of That
Where Peace Eternal dwells,—yet one can only reach
By wading through the sea of struggles,—courage-giving
came.*

Then, looking back on all that made him kin
To stocks and stones, and on to what the world
Had shunned him for, his fall, he blessed the fall,
And with a joyful heart, declared it
“Blessed Sin !”

KALI THE MOTHER.

The Stars are blotted out
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant, sonant,
In the roaring, whirling wind,
Are the souls of a million lunatics,
Just loose from prison-house,
Wrenching trees by the roots
Sweeping all from the path.
The sea has joined the fray
And swirls up mountain waves,
To reach the pitching sky—
The flash of lurid light

Reveals on every side

• A thousand, thousand shades

☞ Death begrimed and black—

Scatfering plagues and sorrows,

☞ Dancing mad with joy.

• Come, Mother, come,

For terror is Thy name,

Death is in Thy breath,

And every shaking step

Destroys a world for e'er,

Thou 'Time' the All-Destroyer.

• Come, O Mother, Come.

Who dares misery love,

And hug the form of death

Enjoy destruction's dance,

• To him the Mother comes.

—

Peace.

Behold, it comes in might,
The Power that is not power,
The light that is in darkness,
The shade in dazzling light.

It is joy that never spoke,
And grief unfelt, profound,
Immortal life unlived,
• Eternal death unmourned.

IT IS NOT JOY NOR SORROW,
But that which is between,
It is not night nor morrow,
But that which joins them in.

It is sweet rest in music,
And pause in sacred art ;
The silence between speaking ;
Between two fits of passion.
It is the calm of heart.

It is beauty never loved,
And love that stands alone,
It is song that lives unsung,
And knowledge never known.

It is death between two lives,
And lull between two storms,
The void whence rose creation,
And that where it returns.

To it the tear drop goes,
To spread the smiling form.
It is the Goal of Life,
And Peace—its only home !

